জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির সুপারিশসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দাবিতে

সংবাদ সম্মেলন

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

২২ আগস্ট ২০১৯, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৯ জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদের আওতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাক্ষরের এক বছর পর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের থাকলেও বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক প্রতিবেদন ২৩ জুলাই ২০১৯ সালে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির কাছে পেশ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের উপস্থাপিত প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহের আলোকে বাংলাদেশের নির্যাতন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী সনদ বিষয়ক কমিটি। এই পর্যালোচনায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি সরকারি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ সময় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

৯ আগস্ট জাতিসংঘের কমিটির চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে সরকারের কাছে ৭৭টি সুপারিশ করা হয়েছে। এই চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে ৩টি বিষয়কে অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং একবছর পর সরকারকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরতে বলা হয়েছে। অগ্রাধিকার বিষয় তিনটি হলো-হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু নিবারণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ; আটক ব্যক্তিদের অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যেসব এনজিও নির্যাতনবিরোধী কমিটিকে সহযোগিতা করেছে, তাদের সুরক্ষা প্রদান।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– ***জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানানো। পাশাপাশি আমরা সরকারের কাছে এসব সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অতি দ্রুত একটি কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আহবান জানানো।***

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

সমাপনী পর্যবেক্ষণে কমিটি এ সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের **ইতিবাচক অগ্রগতি**র ওপর আলোকপাত করে। যেমন-বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক প্রটোকল স্বাক্ষর; নির্যাতনবিরোধী সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা;[১] শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন; নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে মাল্টি সেক্টোরাল প্রোগ্রাম গ্রহণ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা; বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার; আটক ও রিমান্ড সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের ১৫ দিক নির্দেশনা ইত্যাদি।বাংলাদেশ সরকারের জোর করে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত না পাঠানোর নীতিরপ্রশংসা করেছে কমিটি।

---

[১]নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০), আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন (২০০০), পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন (২০১০), মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন (২০১২), নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইন (২০১৩), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন (২০১৩), শিশু আইন (সংশোধিত) ২০১৩, যৌতুক প্রতিরোধ আইন (২০১৮)

উদ্বেগের বিষয়সমূহ

নির্যাতনের অভিযোগ

নির্যাতন প্রতিরোধে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান এবং আইন প্রণয়নকে স্বাগত জানালেও কমিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক স্বীকারোক্তি আদায় বা ঘুষ নেওয়ার জন্য ব্যাপক ও নিয়মিত নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষ কমিটিকে জানায়। তবে এ সংক্রান্ত তথ্য জনসম্মুখে না থাকায় এবং এখন পর্যন্ত এসব মামলার একটিরও বিচার সমাপ্ত না হওয়ায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নির্যাতনের অভিযোগের যথাযথ তদন্তের অভাব

বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে না বলে কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নির্যাতন ও গুমের শিকার ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশের অস্বীকৃতি এবং পরবর্তী সময়েহুমকি, হয়রানি ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে প্রকাশিত খবরগুলোয় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে। অন্যদিকেভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন বিষয়ে আইন কমিশনের একটি খসড়া প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে কোন অগ্রগতি ছাড়াই পড়ে থাকায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের বিপরীতে নিজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টিকে কমিটি স্বাগত জানালেও অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি চাকুরি থেকে অব্যাহতি বা পদাবনতি দেয়া হয়েছে যা নির্যাতনের মতো অপরাধের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে কমিটি মনে করে।

এছাড়া কমিটির মতে, নির্যাতন বিরোধী আইনে ভুক্তভোগীকে সরাসরি আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করলেও তা বাস্তবে কার্যকর ফল বয়ে আনছে না কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইনে বেধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তাদের তদন্ত শেষ করে না। কমিটি পারভেজ, বশির উদ্দিন, ইমতিয়াজ হোসেনের মামলা অগ্রগতি জানতে চাইলেও রাষ্ট্রপক্ষ এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারেনি।

অঘোষিত আটক বা গুম

অঘোষিত আটক, যাকে কমিটি অন্তর্ধান বা গুম হিসেবে বর্ণনা করেছে, সেই বিষয়টিতে কমিটি বলেছে, এ রকম ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক অথবা তিনি আবার ফিরে আসুন-যেটাই হোক না কেন, তাকে আন্তর্জাতিকভাবে গুম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

কমিটি র‌্যাবের বিরুদ্ধে নির্যাতন, নির্বিচার গ্রেপ্তার, অঘোষিত আটক, গুম এবং তাদের হেফাজতে থাকাকালে বিচারবহির্ভূত হত্যার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।

আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহিংসতা

আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহিংসতায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিটি উল্লেখ করেছে যে, গত ২৮ জুলাই ২০১৯ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর তদন্ত প্রতিবেদনে ২০১৬ সালে গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ওপর আক্রমণে পুলিশের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি যদিও ভিডিও ফুটেজে অন্য চিত্র দেখা যায়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তে কমিশনের সীমিত ক্ষমতা বা ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার না হওয়া, চেয়ারপারসন ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, জনবল ও অর্থ সম্পদের স্বল্পতার বিষয়ে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচারকদের হুমকি ও চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতা

সরকারের সমালোচনা করেছে এবং নির্যাতন, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলেছে এমন মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিকরা নানা হয়রানি, সহিংসতা, আইনি জটিলতা এবং আদালত অবমাননার অভিযোগের শিকার হয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কারা পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণতা, ধারণক্ষমতার বেশি বন্দী, পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ থাকায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

খুব স্বল্পসংখ্যক ধর্ষণের মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে নতুনভাবে সংযুক্ত ‘বিশেষ বিধান’ বাল্যবিবাহের হার আরো বৃদ্ধি করতে পারে বলে কমিটি উদ্বিগ্ন।

কমিটির সুপারিশসমূহ

কমিটির ৭৭টি সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

নির্যাতনের অভিযোগ

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন এবং অন্যান্য অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে এবং এ ধরনের আচরণ কোনো পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধেই সহ্য করা হবে না বলে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হোক;
- নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩- এ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে যারা তালিকাভুক্ত আছে তার বাইরে ও রাষ্ট্রের অন্য যে কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বিধানটি কার্যকর করা এবং নির্যাতনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অপরাধের দায় বহন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেয়া;
- যে সব কর্মকর্তা এ ধরনের আচরণ ও নির্যাতন করছে তাদের বিচার এবং অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করা, এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দায় বা নির্দেশনার দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করা;
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জন্য ফরেনসিক ও বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও তার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা। স্বীকারোক্তি আদায়ে নির্যাতন বা অন্যান্য নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অগ্রহণযোগ্য-এ বিষয়ে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অবগত আছেন তা নিশ্চিত করা;
- অভিযুক্তের কাছ থেকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তি তার অপরাধের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে না, তা নিশ্চিত করা;
- ২০১৩ সালের নির্যাতন বিরোধী আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে সংখ্যাগত তথ্য অভিযোগকারীর সংখ্যা, তদন্ত, প্রসিকিউশন, বিচার, অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে এমন অপরাধীদের সংখ্যা, তাদের কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহসহ পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাইরে একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদানে দ্রুত আইন প্রণয়ন;

- একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং নির্যাতনবিরোধী আইন অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়সীমা বেধে দেয়া;
- নির্যাতনের অভিযোগে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের উন্নত প্রশিক্ষণ ও ইস্তাম্বুল প্রটোকল অনুসরণ করা;
- নির্যাতনের শিকার সকল ব্যক্তি যাতে ন্যায়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ পায় এবং তার পুনর্বাসন নিশ্চিত হয়;
- নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) ২০১৩ আইন সংশোধন করে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের বিধান সংযুক্ত করা;
- নির্যাতনবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়া;

অঘোষিত আটক বা গুম

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনতিবিলম্বে অঘোষিত আটকের ঘটনা বন্ধ করবে বলে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে ঘোষণা দেয়া হোক;
- সব স্বীকৃত আটকের স্থানগুলোর তালিকা প্রকাশ করা এবং কেউ কোথাও কোনোভাবে যাতে আটক না থাকে তা নিশ্চিত করা;
- সকল আটক ও আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনার সাথে যুক্ত বাহিনীর একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা দ্বারা দ্রুততার সাথে পরিপূর্ণ তদন্ত সম্পাদন করা;
- গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনের মাধ্যমে 'গুম'কে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং এ সনদটি স্বাক্ষর করা;
- নির্যাতনবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক চুক্তি স্বাক্ষর করা;

র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

- র‌্যাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং তদন্তকারীদের হয়রানি ও হুমকি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আইন, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্টের ১৩ নম্বর ধারায় যে সরল বিশ্বাসের বিধান রয়েছে, তা কার্যত বাহিনীগুলোকে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ক্ষেত্রে দায়মুক্তি দিয়েছে। এ ধারা বাতিল করা;

আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা

- আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে স্বাধীন/নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা;
- যে সব আইনে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রদান' সংক্রান্ত ধারা রয়েছে যেমন-ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সেগুলো সংশোধন করা কেননা এগুলো দ্বারা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যদের হয়রানি করা হয় এবং এ ধারায় অভিযুক্তদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণের বৈধতা তৈরী করে দেয়;
- এসব জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের অভিযোগ প্রদানের জন্য একটি স্বাধীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- সাঁওতাল জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য যারা সহিংসতার শিকার হয়েছে তাদে জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইনের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বিলোপ করা;

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ সংশোধন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমিশন কর্তৃক সরাসরি তদন্তের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

- কমিশন যাতে তার বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং কারাগার, জেল ইত্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করা;
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তার ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের জন্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানব সম্পদ প্রদান করা;
- প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী কমিশনের সদস্য নির্বাচনে একটি স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক, মেধাভিত্তিক বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা;
- কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা;
- উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের ভয়ভীতি, হয়রানি ও অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে বিচারিক কর্মকর্তাদের সুরক্ষা দেয়া;

মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতা

- যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলছে, তারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না-এ মর্মে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এ ঘোষণা দেয়া ;
- এদের প্রতি সকাল সহিংসতা নির্যাতন, হয়রানি, বেআইনি আটকের অভিযোগ তদন্ত করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, বৈদেশিক সহায়তা (স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম) আইন ২০১৬- এমন আইনগুলোতে সংস্কার এনে 'সংবিধান ও সাংবিধানিক সংস্থা সংক্রান্ত আপত্তিকর মন্তব্য', 'রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম', 'জাতীয় ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা' সংক্রান্ত ধারাগুলো বিলোপ করা;

কারা পরিস্থিতি

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অবিলম্বে বন্দিদশা/আটক অবস্থার উন্নতির জন্য "ইউনাইটেড নেশনশ্ স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস ফর দ্যা ট্রিটমেন্ট অফ প্রিজনার্স" এবং "ইউনাইটেড নেশনশ্ রুলস ফর দ্যা ট্রিটমেন্ট অফ ওমেন প্রিজনারস এন্ড নন-কাস্টডিয়াল মেজারর্স ফর ওমেন অফেন্ডার্স" অর্ন্তভুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- অবিলম্বে কারাগারে অতিরিক্ত বন্দী কমিয়ে আনতে কোনো ব্যক্তিকে অযৌক্তিক সময়ের জন্য বন্দী না রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা, জামিনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং প্যারোলে মুক্তি দেয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। "ইউনাইটেড নেশনশ্ স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস ফর নন-কাস্টডিয়াল মেজার্স" এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার প্রদান এবং আটকের বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করা;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দ্বারা নির্ধারিত নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণেরফলে হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে "শূন্য সহনশীলতা নীতি" অবলম্বন করা এবং হেফাজতে সকল মৃত্যুর স্বতন্ত্র তদন্ত নিশ্চিত করা;
- কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য পৃথক কারাগারের নিয়ম করা, নারী ও পুরুষ বন্দীদের আলাদা রাখা এবং সংবেদনশীল অবস্থায় নারীকে আটক রাখা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা, প্রতিবন্ধী কয়েদীরা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রয়োজনের অনুযায়ী কারাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- স্বতন্ত্র/স্বাধীন পর্যবেক্ষক সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমস্ত কারাগার পরিদর্শন, চিকিৎসার অবস্থা পরিদর্শন এবং আটককৃত ব্যক্তির সাথে একান্তে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করতে হবে;

শরণার্থী

- নির্যাতন বিরোধী সনদের ধারা ৩ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণ করে আশ্রয় প্রার্থীদের বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা;
- শরনার্থী বিষয়ক সনদ ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকল স্বাক্ষর করার বিষয়টি বিবেচনা করা;
- নিজস্ব এখতিয়ার অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌসূলীদের রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে চলমান তদন্তে সহযোগিতা প্রদান করা;

নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সহিংসতা

- নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সব ধরণের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগীকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান বাতিল করা এবং দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ১৩ বছরের উপরে বৈবাহিক সম্পর্কের ধর্ষণকে ধর্ষণের সংজ্ঞার আওতার বাইরে রাখার বিধান বাতিল করা ;

অন্যান্য সুপারিশসমূহ

- শিশু আইন, দন্ডবিধি এবং অন্যান্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে সকল ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা;
- অপেক্ষমান সকল মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কার্যকর স্থগিত রাখা, সকল মৃত্যুদন্ডের বিধানকে অন্যান্য শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা;
- যে নয়জন জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাদের আবেদন গ্রহণ করে নেয়া।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সব চুক্তিভিত্তিক মানবাধিকার সনদের আওতায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন জমা দেয়া এবং পর্যালোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রশংসার দাবীদার। একই সাথে ফোরাম জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছে। এ সনদের আওতায় মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে তাদের অধিকাংশই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। অথচ এ পর্যালোচনায় আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রত্যক্ষ করিনি। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা শেষে মানবাধিকার কমিটি যে সুপারিশসমূহ প্রদান করেছে তার সাথে নির্যাতনবিরোধী কমিটির সুপারিশের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। গত দু'বছরে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে খুব একটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। একবছর পর যে তিনটি ইস্যুতে অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়ার কথা ছিলো, তা কমিটির বারবার তাগাদা সত্ত্বেও সরকার এখনও জমা দেয়া হয়নি।

ফোরামের দাবি-

১. ভবিষ্যতেও সরকার এ প্রক্রিয়াগুলোতে আরো কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে মানবাধিকার ও নাগরিক সংস্থাসমূহের সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ গড়ে তুলবে, যা দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে;
২. সরকার কেবল প্রতিবেদন প্রদান আর পর্যালোচনার অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বরং জাতীয় পর্যায়ে কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবে;
৩. সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বারংবার অস্বীকার না করে বরং প্রতিকার বিধানের উপর জোর দিয়ে সরকার দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের ভাবমূর্তি আর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে;
৪. নির্যাতনবিরোধী কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেখানে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কোন মন্ত্রণালয় কোন পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়ন করবে তা সবিস্তারে উল্লেখ থাকবে;
৫. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করবে।

এ পুরো প্রক্রিয়াতেই ফোরাম সরকারকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।